সমকাল

তারিখ 20 SEP 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

মাউশির ২ হাজার কর্মচারী নিয়োগ ঝুলে গেছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

টানা তিন মাস ধরে ঝুলে রয়েছে দুই হাজার সরকারি কর্মচারী নিয়োগ। সরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও শিক্ষা অফিসের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মাধ্যমে এ নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা গত জুনে অনুষ্ঠিত হয়। এরপরই এ নিয়োগ নিয়ে অনিয়ম ও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ তদন্ত শেষে এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে কমিটি। তদন্তে আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কমিটির প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার এক মাস পরও এ নিয়োগ নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়া লক্ষাধিক চাকরিপ্রার্থী ফল প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছেন। স্থগিত হওয়া এ নিয়োগ প্রক্রিয়া কবে শুরু হবে বলতে পারছেন না মন্ত্রণালয় ও মাউশির কেউই। মন্ত্রণালয়ের মতামতের অপেক্ষায় আছে মাউশি। তবে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সরকারের বাকি মেয়াদে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা আর সম্ভব হবে না।

গত জুনে মাউশিতে ১ হাজার ৯৬৫ জন তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী নিয়োগে ঘুষ-বাণিজ্যের খবর প্রকাশ হয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে। বিষয়টি আমলে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। গত ১৪ ও ২১ জুন নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হলেও ফল প্রকাশ করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। তবে এখনও নিয়োগের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি বলেন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পাননি তদন্তকারীরা। তারা নিয়োগের প্রক্রিয়াগত ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে প্রতিবেদনে সুপারিশ করেছেন।

নিয়োগ চূড়ান্ত হবে কি-না জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছে মাউশি। সরকারের বাকি সময়ে এত লোকের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন মহাপরিচালক।